চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০১.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাগরিকা ও সরাইপাড়ায় সড়ক উদ্বোধন
‘মানসম্মত উন্নয়নে কোনো আপস নয়’: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নগরীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উদ্বোধন করেছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এ সময় তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুণগত মান নিশ্চিতের ক্ষেত্রে কোনো আপস করা হবে না। রবিবার সকালে ১০ নং উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের সাগরিকা রোড এবং ১২ নং সরাইপাড়া ওয়ার্ডের মেয়র সড়কের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের পৃথক অনুষ্ঠানে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে তিনি সড়ক দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, “চট্টগ্রামকে একটি উন্নত ও আধুনিক মেগাসিটি হিসেবে গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম, আজকের এই উদ্বোধন তারই ধারাবাহিকতা। বিশেষ করে সাগরিকা রোডটি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সচল হওয়ার ফলে পরিবহন ব্যয় কমবে এবং মানুষের ভোগান্তি দূর হবে।”

সাগরিকা শিল্প এলাকা সড়ক উন্নয়ন

১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৮৩ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত সাগরিকা শিল্প এলাকা সড়ক, কর্নেল জোন্স সড়ক ও আমানত উল্লাহ শাহ্ পাড়া সড়কের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সাগরিকা শিল্প এলাকায় ১,০০৯ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রধান সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আমানত উল্লাহ শাহ্ পাড়া সড়কের ৯৭০ মিটার এবং স্ল্যাবসহ কর্নেল জোন্স সড়কের ২৯৮ মিটার উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া শিল্প এলাকার অতিরিক্ত ১,০৫৬ মিটার অংশ উন্নয়ন করা হয়েছে। পথচারীদের সুবিধার্থে ৯৯৭.৮৯ মিটার টাইলস ফুটপাত নির্মাণ এবং সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে ২৭৯.৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের বাগানসহ মিডিয়ান আইল্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে। মেয়র বলেন, সাগরিকা শিল্প এলাকা বন্দরনগরীর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই সড়কসমূহ সচল থাকলে শিল্পকারখানা, গুদাম ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

মেয়র সড়ক ও বাইলেন উন্নয়ন

পরবর্তীতে মেয়র ১২ নং সরাইপাড়া ওয়ার্ডস্থ মাওলানা এহসান আলী বাইলেন, মুক্তিযোদ্ধা জমিলা বাইলেন, হালিশহর রোড বাইলেন, মেয়র সড়কের ড্রেনসহ উন্নয়ন, মুচি কলোনি রোড, ১ নং পানির কল থেকে আল-আমিন হোটেল পর্যন্ত সড়কের ড্রেনসহ উন্নয়ন এবং কালামিয়া কন্ট্রাক্টর রোড বাইলেনের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫২৬ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় মেয়র সড়ক এলাকায় ১.১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১.১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের স্ল্যাবসহ ড্রেন এবং ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের টাইলসসহ ফুটপাত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। গুণগত মানের ওপর গুরুত্বারোপ করে মেয়র বলেন, “উন্নয়ন কাজের মান নিয়ে কোনো আপস করা হবে না। আমি নিজে প্রতিটি প্রকল্প তদারকি করছি যাতে কাজগুলো টেকসই হয়। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় উন্নয়ন হচ্ছে, তাই এর যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।” তিনি আরও জানান, সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সড়ক ও ড্রেন উন্নয়ন করায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা কমবে এবং স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। অনুষ্ঠানে চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনজুরুল আলম চৌধুরী, মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, পাহাড়তলী থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী বাবুল হকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে মেয়র স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি নগরীর বাকি অসমাপ্ত সড়কগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন।

ক্লিন সিটি’র লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগ: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পরিচ্ছন্ন বিভাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে সমন্বয় সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন।

মেয়র বলেন, আমরা ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছি—৪১টি ওয়ার্ডে ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ প্রকল্পে নিয়োজিত ভেন্ডর এজেন্টদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তারা বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করেছেন এবং ফেব্রুয়ারির বকেয়া টাকা মার্চ মাসে সংগ্রহ করবেন। আজ ১ মার্চ থেকে চসিকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জানান, এখন থেকে পরিচ্ছন্ন বিভাগে কর্মরত প্রায় দুই হাজার পরিচ্ছন্নকর্মী সরাসরি বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করবেন। ফলে এপ্রিল মাস থেকে নগরবাসীকে বাসার ময়লা সংগ্রহের জন্য আলাদা কোনো টাকা দিতে হবে না। মেয়র বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ওয়ার্ডে বেসরকারি ভেন্ডরদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যাতে উৎপাদিত বর্জ্যের শতভাগ সংগ্রহ নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু বর্জ্য সংগ্রহে সন্তোষজনক সেবা না পাওয়ায় ভেন্ডরদের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। এখন থেকে শতভাগ বর্জ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্ন বিভাগকে আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, “ডোর-টু-ডোর প্রকল্পের আওতায় আমাদের যেসব কর্মচারী-কর্মকর্তা আছেন, তারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। অতীতে যেভাবে কাজ করেছেন, তার চেয়েও বেশি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও ফ্যাসিলিটি প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন।” সভায় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা টমটম গাড়ি সরবরাহ, শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনবহুল এলাকায় ডাস্টবিন স্থাপনের প্রস্তাব দেন। মেয়র সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এসব বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যেখানে ডাস্টবিন প্রয়োজন, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়র আরও বলেন, চট্টগ্রামে উৎপাদিত বর্জ্যের একটি অংশ খাল-নালায় চলে যাওয়ার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যত্রতত্র ময়লা ফেলা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা যখন বাসায় ময়লা সংগ্রহ করতে যাবেন, নিয়মিত তাঁদের কাছে বর্জ্য হস্তান্তর করবেন। এতে রাস্তা ও ড্রেন পরিষ্কার থাকবে, মশার উপদ্রব কমবে এবং নগর পরিবেশ সুস্থ থাকবে। তিনি জানান, চসিকের দুটি বর্জ্যাগারে জমাকৃত বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস, গ্রিন ফুয়েল ও জ্বালানি উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করে নগরীর আয় বৃদ্ধি এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। মেয়র বলেন, “ক্লিন সিটি” বাস্তবায়ন কেবল পরিচ্ছন্ন বিভাগের দায়িত্ব নয়; এটি নাগরিক ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ দায়িত্ব। শতভাগ বর্জ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করা গেলে জলাবদ্ধতা কমবে, পরিবেশের মান উন্নত হবে এবং চট্টগ্রাম একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।” সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীসহ প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্লাস্টিক জমা দিলেই মিলবে ‘রমজানের বাজার’
চট্টগ্রামে চসিক মেয়রের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

চট্টগ্রাম নগরীর পরিবেশ সুরক্ষা এবং পবিত্র রমজানে সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষের সহায়তায় এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নগরীর সরকারি কমার্স কলেজের সামনে স্থাপিত ‘প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ কর্নার’-এ ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে মিলবে চাল, ডাল, তেল, চিনি ও ইফতার সামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ‘রমজানের বাজার’। ক্লিন বাংলাদেশের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর সার্বিক সহযোগিতায় রবিবার এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বর্জ্য এখন সম্পদ উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, “প্লাস্টিক দূষণ আজ আমাদের নগরীর অন্যতম প্রধান সমস্যা। ড্রেন ও নালা-নর্দমা প্লাস্টিকে ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা চাই রমজানে শহর পরিচ্ছন্ন থাকুক এবং দ্রব্যমূল্যের চাপে কেউ যেন কষ্ট না পায়। নাগরিকরা বাসায় জমে থাকা প্লাস্টিক বোতল বা বর্জ্য এখানে জমা দিয়ে পয়েন্ট সংগ্রহ করবেন। সেই পয়েন্টের বিনিময়ে তারা প্রয়োজনীয় বাজার ও ইফতার সামগ্রী নিতে পারবেন।” তিনি আরও জানান, সংগৃহীত প্লাস্টিক সরাসরি পুনর্ব্যবহার (রিসাইকেল) প্রক্রিয়ায় পাঠানো হবে। পর্যায়ক্রমে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের এক্সচেঞ্জ কর্নার স্থাপন করা হবে। উদ্যোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা: প্লাস্টিক বর্জ্য যত্রতত্র ফেলা রোধ ও জলাবদ্ধতা কমানো। বাজার সহায়তা: প্লাস্টিককে ‘মুদ্রা’ হিসেবে ব্যবহার করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য নিত্যপণ্য সহজলভ্য করা।

সচেতনতা বৃদ্ধি: প্লাস্টিকের অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি। যেভাবে মিলবে সুবিধা আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট বুথে প্লাস্টিক বোতল বা সামগ্রী জমা দিলে ওজন অনুযায়ী ডিজিটাল কার্ড বা কুপনে পয়েন্ট যুক্ত হবে। সেই পয়েন্ট ব্যবহার করে কর্নারে সাজানো ‘রমজানের বাজার’ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করা যাবে।

উদ্বোধন শেষে মেয়র স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে প্লাস্টিকের বিনিময়ে রমজানের বাজার ও ইফতার সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমন্বিত মানবিক উদ্যোগ সংস্থার সহায়তায় ৩৮ টি ওয়ার্ডের ৩৮টি মসজিদে মৃতদেহ গোসলের জন্য পর্দা হস্তান্তর করেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮